চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কর্মরত মৃত কর্মকর্তাদের স্ত্রী-সন্তানরা। গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে এ মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালায় থাকলেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত বক্তারা। অবস্থান শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

advertisement 3

এ সময় বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তাদের স্ত্রী-সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের নির্দেশনা আছে। কিন্তু আমরা অনেকে আছি, যারা তিন বছর থেকে শুরু করে ১৫ বছর পর্যন্ত থোক বরাদ্দে কাজ করে যাচ্ছি। এর পরও আমাদের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন। এদিকে আমাদের অনেকেরই চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আমাদের স্থায়ী নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি।

advertisement 4

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অফিসে নিয়োগ করা হয়। মৃত্যুপরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যেই তাদের স্থায়ীকরণেরও একটি নীতি আছে বলে বক্তারা জানান। দীর্ঘদিন ধরে বাহিরের ও নতুন করে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসে ‘থোক’

এ কর্মরতদের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সেই অভিযোগ ও দ্রুত নীতিমালা কার্যকরে এ অবস্থান কর্মসূচি বলে নিশ্চিত করেন উপস্থিত সবাই।

মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও অফিসে ২৪ মৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী স্ত্রী-সন্তানরা এবং থোক বরাদ্দে ২০ কর্মচারী।

এ সময় বক্তারা বলেন, নীতিমালা অনুযায়ী কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী মারা গেলে যোগ্যতা অনুযায়ী তার স্ত্রী বা সন্তানদের তিন মাসের মধ্যে স্থায়ী নিয়োগকরণের আইন রয়েছে। বিগত প্রশাসনগুলো এ নীতিমালার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। বর্তমান প্রশাসনও একই পথে হাঁটছে। গত দুই যুগ এই নীতিমালার কোনো বাস্তবায়ন হয় না। এমতাবস্থায় থোক অবস্থায় কর্মরতদের জীবন অনিশ্চিতের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রশাসন ভবনের বাইরে অবস্থান করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রার বরাবর অনুলিপি প্রেরণ করা হয়।